তারিখ: ১৫/১০/১৫
পৃষ্ঠা: ৩ ... কলাম: ৬

যুগান্তর

মফস্বলে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পিপিপি আবাসিক হাই স্কুল হচ্ছে বিভাগীয় শহরে

মুসতাক আহমদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নতুন ধারণা আনছে সরকার। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে হাই স্কুল স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পিপিপির অধীনে প্রস্তাবিত এসব প্রতিষ্ঠানের নাম হবে 'পিপিপি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল'। আপাতত বিভাগীয় শহরে সম্পূর্ণ আবাসিক এসব স্কুল স্থাপন করা হবে। পরবর্তীকালে জেলা এবং উপজেলায়ও প্রয়োজনের নিরিখে তা স্থাপন করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, 'সেসিপ (মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন কর্মসূচি) নামে আমাদের একটি প্রকল্প আছে। এর অধীনে পিপিপির ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে কার্যক্রম চলছে। পিপিপির অধীনে স্কুল স্থাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মফস্বলে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ানো।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পিপিপির মাধ্যমে এসব স্কুল নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ঢাকার বাইরে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো। দেশসেরা যেসব স্কুল আছে, সেগুলোর আদলে ও সমমানে এসব স্কুল নির্মিত হবে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তার কাছ থেকে সরকার প্রস্তাব নেবে। সেই প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সরকারের সঙ্গে উদ্যোক্তার চুক্তি হবে। সরকার অর্থ বা জমি যে কোনোটি দেবে। প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় তা পরিচালিত হবে। ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী এক সমাবেশে ঘোষণা দিয়ে বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। চলতি বছরের মে মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর এক আদেশে অষ্টম শ্রেণী ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

পিপিপি আবাসিক হাই স্কুল হচ্ছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আসে। পরবর্তীতে হাই স্কুল এবং কলেজ স্থাপনেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অপরদিকে দেশে বর্তমানে ৬ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যা সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয়। এমন প্রেক্ষাপটে পিপিপির অধীনে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এ উদ্যোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

মাউশিতে স্থাপিত পিপিপি সেলের কর্মকর্তা ও সেসিপের সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা খাতে এ পিপিপি প্রথা বর্তমানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশেও এ প্রথা কার্যকর আছে। কিন্তু একে সেই নামে ডাকা হচ্ছে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পিপিপির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত এমপিও (বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনভাতা) প্রথা। প্রতিবছর ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি এ খাতে সরকার দিচ্ছে। অথচ এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বেসরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ৩১৫ মডেল স্কুল, ১৫০০ বেসরকারি কলেজসহ একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, এসব বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এখন পিপিপির অধীনে আবাসিক স্কুল নির্মাণের চিন্তাভাবনা চলছে। এ লক্ষ্যে বর্তমানে ডিপিপি (প্রকল্প প্রস্তাবনা) তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে আগামী ২৪ অক্টোবর একটি কর্মশালা করা হবে। পিপিপি সেল সূত্র জানায়, গত এক বছরের বেশি সময় ধরে এ নিয়ে কাজ চলছে। এই সেলে ইতিমধ্যে দু'জন পরামর্শক যোগ দিয়েছেন। তাদের একজন ব্রিটিশ নাগরিক স্টিভেন হর্নস, অপরজন বাংলাদেশের নাগরিক জাহিদুর রহমান। সেলের কর্মকর্তারা পিপিপি সিস্টেম পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েকদিন আগে নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন।

সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান জানান, ভারতে পিপিপির মাধ্যমে বর্তমানে ৩১টি মডেল স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত বিশ্বে এ ধরনের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশেও ওইসব প্রতিষ্ঠানের আদলে স্কুল নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রতিবছর এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর মফস্বলে শিক্ষার মানের করুণ দশা সামনে আসে। এ কারণে পিপিপি স্কুল স্থাপনের জন্য মফস্বল বেছে নেয়ার পরিকল্পনা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, গবেষণাগার, লাইব্রেরি, আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, আইসিটির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষাদান সবই থাকবে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে মহাজোট সরকার প্রথম পিপিপি ঘোষণা করে। এ খাতে প্রথমবার বাজেটে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ২ হাজার পাঁচশ' কোটি টাকা। পিপিপি ঘোষণার পর ২০১০ সালে পিপিপি নীতিমালা ও কৌশল, ২০১২ সালে পিপিপি কারিগরি সহায়তা অর্থায়ন নীতিমালা (পিপিপিটিএএফ) এবং ২০১২ সালে পিপিপিটিএএফ কর্মসূচি এবং গত বছর পিপিপি আইন করা হয়েছে। এর বাইরে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করতে গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামের একটি কোম্পানি। ঢাকার গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার বাংলাদেশে পিপিপির বড় দৃষ্টান্ত।